৬ ডিসেম্বর , ২০১৭

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচিত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতা ২০১৭-এর পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

আমাদের দেশে বর্তমান প্রজন্মের তরুণরা এখন আমাদের স্বপ্ন দেখাচ্ছে, নিজেরাও স্বপ্ন দেখছে, তাদের সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বপ্ন দেখাতে হবে অন্যদের - আজ ৬ ডিসেম্বর ২০১৭, শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় চিত্রশালার অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এবং ব্র্যাক জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি আয়োজিত দেশব্যাপী স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণীতে বক্তারা একথা বলেন।

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক বৈষম্য ও অধিকারের বিষয়ে তরুণ-তরুণীদেরকে সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে 'আমার সিদ্ধান্ত, আমার অধিকার'-এই প্রতিপাদ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রতিযোগিতাটির আয়োজন করা হয়।

প্রতিযোগিতায় চলচ্চিত্রের বিষয়গুলো হচ্ছে– ব্যক্তিগত জীবনে সিদ্ধান্ত ও সম্মতির অধিকার, বাল্যবিয়ে, জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা এবং নির্যাতন ও সাইবার সহিংসতার ক্ষেত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সীমাবদ্ধতা।

১৬ থেকে ৩০ বছর বয়সের যে কোনো বাংলাদেশীর জন্য প্রতিযোগিতাটি উন্মুক্ত ছিলো। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বিষয়ক এই আয়োজন দেশব্যাপী ব্যাপক সাড়া পেয়েছে। ১ থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত মাসব্যাপী চলাকালীন এ প্রতিযোগিতায় সর্বমোট ১০৪ টি চলচ্চিত্র জমা পড়ে। এরপর বিচারকদের যাচাই-বাছাই ও মূল্যবান মতামতের ভিত্তিতে ৩ জনকে চূড়ান্ত বিজয়ী এবং বিচারকদের চোখে ৭ জনকে 'বিশেষ সম্মাননা' প্রদান করা হয়।

জাতীয় শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্যে ব্লাস্টের অবৈতনিক নির্বাহী পরিচালক সারা হোসেন বলেন, গত বছরের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতার সফলতায় আমরা দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজনে আগ্রহী হই। চলচিত্র সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার । ব্র্যাক জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর সহযোগী অধ্যাপক মলয় কান্তি মৃধা বলেন, চলচিত্রের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্র পরিবর্তনে তরুনদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতিযোগিতায় বিচারক মন্ডলীর সদস্যবৃন্দ হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. গীতি আরা নাসরিন, 'নারী পক্ষ'-সংস্থার সদস্য শিরীন হক এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন বিভাগের অধ্যাপক এবং চলচিত্রকার ড. জাকির হোসেন রাজু ।

ড. গীতি আরা নাসরিন বলেন, সমাজ পরিবর্তনে সিনেমার ভাষা অত্যন্ত জোরালো। যে কোন বয়সের দর্শক ছবি দেখে অনেক কিছু বুঝতে পারে। এটা কঠিন একটা কাজ, কারণ অনেক কম সময়ে দর্শক শ্রোতাদের বার্তা দিতে হয়।

শিরীন হক বলেন, প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যেকেই পরিশ্রম করেছে। চলচিত্রের মাধ্যমে বার্তা দেয়া সহজ নয়। তবুও আমরা এই প্রজন্মের প্রতিভা দেখে মুগ্ধ।

ড. জাকির হোসেন রাজু বলেন, প্রতিযোগিতায় অত্যন্ত সুন্দর কাজ করেছেন তরুনেরা। প্রযুক্তির কল্যাণে তরুণেরা আজ স্বশিক্ষিতি। ইন্টারনেট থেকে তারা নিজেরাই শিখছে । অধিকারের বিষয় নিয়ে তরুণ প্রজন্ম অনেক ভালো কাজ করেছে। চলচিত্রের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের জায়গা সীমিত। তাই এই উদ্যোগ চলচিত্র নির্মাণে তরুনদের উৎসাহিত করবে।

জাতীয় শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা মিলনায়তনে চূড়ান্ত বিজয়ীদের মধ্যে থেকে 'সাজ' চলচিত্রের জন্য সায়মা ফারজানাকে কে ১ম পুরস্কার হিসেবে ৫০,০০০ টাকা, 'আমি আনিকা' চলচিত্রের জন্য উম্মে আয়শাকে ২য় পুরস্কার হিসেবে ৩০,০০০ টাকা এবং 'করিমন বিবি' চলচিত্রের জন্য মোঃ আশরাফ আলী কে ৩য় পুরস্কার হিসেবে ২০,০০০ টাকা দেয়া হয়। এর পাশাপাশি সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। বিজয়ীরা পুরস্কার গ্রহণ করে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং প্রত্যেকেই তাদের চলচিত্র নির্মাণের প্রেরণার গল্প বলেন।

বিশিষ্ট নির্মাতা ও অভিনয় শিল্পী রোকেয়া প্রাচী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করেন। তিনি বলেন, অধিকার আর সিদ্ধান্তের মতো বিষয়গুলো নিয়ে চলচিত্র নির্মান প্রশংসনীয় উদ্যোগ। সমাজ পরিবর্তনে চলচিত্রের কোন বিকল্প নেই।

প্রতিযোগীতায় সমাপনী বক্তব্য দেন নেদারল্যান্ড দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত লিওনি কুলেনারা। তিনি বলেন, নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিবার রয়েছে । একটি সুন্দর পৃথিবী গড়তে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। এছাড়াও ব্লাস্টের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য জেড আই খান পান্না পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচিত চলচ্চিত্র দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শিত হবে এবং স্যোশাল মিডিয়ায় (ফেইসবুক, ইউটিউব, ওয়েবসাইট) প্রচার ও প্রদর্শন করা হবে।